দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 16 SEP 2008
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ৪

যানজটের অসহনীয় যন্ত্রণায় কোমলমতি শিক্ষার্থী

অভিভাবকদের দাবী স্কুল বন্ধ হোক রমজানে : সরকারী আদেশ অমা
করে কোন কোন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খোলা রাখার পরিকল্পনা চল

স্টাফ রিপোর্টার : নগরীতে যানজট বাড়ছেই। বাড়ছে যন্ত্রণা, দুর্ভোগ। কর্মজীবী মানুষ, পথচারী, ব্যবসায়ী, স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রী কারো রেহাই মিলছে না দুঃসহ যানজটের যন্ত্রণা থেকে। রমজানে নগরীর অনেক স্কুল-
কলেজ খোলা থাকায় একদিকে যেমন যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে অন
যানজটের কবলে পরে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের সীমাহীন দুর্ভোগ পো
হচ্ছে। কয়েকজন ভুক্তভোগী অভিভাবক এজন্য

পৃ ঃ ১১ ক

যানজটের অসহনীয়

১২-এর পৃ

স্কুল-কলেজের কার্যক্রম বন্ধের দাবী জানিয়েছেন
তারা জানান, কোন কোন ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল পু
রমজান মাস খোলা রাখার পরিকল্পনা করা হচ্ছে।
রমজানের শুরু থেকেই নগরীতে যানজট বে
যাচ্ছে। প্রতিদিনই এর ভয়াবহতা বাড়ছে। এখন এ
অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে যে দুপুরের পর থেকে স
এলাকাই অবরুদ্ধ হয়ে পড়ছে। রাস্তার উপর শত শ
যানবাহনের দীর্ঘ লাইন। কোনদিকে একটু ফাঁ
নেই।
ট্রাফিক পুলিশ জানায়, ঈদকে সামনে রেখে মার্কেট
বিপণি বিতানগুলোতে ভিড় বেড়েছে। মা
কেনাকাটা করার জন্য দুপুরের দিকে বের হয়। ফি
রয় ইফতারীর আগে। এর সাথে অফিসগামী যাত্রী
পথচারীতো আছেই। সব মিলে দুপুরের পর থে
প্রতিদিনই যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। দিন যা
কেনাকাটা বাড়ছে। যানজটের ভয়াবহতাও বাড়ছে
যানজটের অন্যতম কারণ অভিজাত এলাক
স্কুলগুলো। রমজান মাসেও স্কুলগুলো খোলা থাক
দুপুরের পর শত শত গাড়ী আটকে থাকে রাস্তা
বিশেষ করে নগরীর উত্তরা, ধানমন্ডি, গুলশান, বন
এলাকায় স্কুল ছুটির পর ভয়াবহ যানজটের সৃষ্টি হ
ধানমন্ডি এলাকার কথাই ধরা যাক। ধানমন্ডি
রয়েছে শতাধিক স্কুল। এমনিতেই এসব স্কুল শু
সময় সাতসকালে এবং দুপুরের পর ছুটি হলে ধানম
এলাকার প্রতিটি রাস্তা বন্ধ হয়ে যায়। ঘন্টার পর ঘ
যানজটে আটকে থাকতে হয়। ঈদকে সামনে রে
ধানমন্ডি এলাকার সবক'টি মার্কেট ও বিপণি বিত
ভিড় বেড়েছে। শতাধিক স্কুল ছুটির পর যান
ভয়াবহ আকার ধারণ করে। কোন রাস্তা আর খ
থাকে না। ধানমন্ডি এলাকার বাসিন্দা সাবেক সরক
কর্মকর্তা আলী নেওয়াজ বলেন, স্কুলগুলোর কার
এমনিতেই যানজট লাগে। এখন রমজানে তা ভয়া
আকার ধারণ করে। তিনি বলেন, আমরা ধান
থেকে দেড় শতাধিক স্কুল ও কলেজ সরিয়ে নে
জন্য বলেছি। ধানমন্ডি এলাকাকে বাণিজ্যিক এল
বানিয়ে ফেলা হয়েছে। এটা ঠিক হয়নি। তি
রমজানে স্কুলগুলো বন্ধ রাখার প্রয়োজনীয়তার ক
উল্লেখ করে বলেন, সরকারের উচিত এক্ষুণি এ
স্কুল বন্ধ করে দেয়া। এসব স্কুল-কলেজে আস
গিয়ে ছেলে মেয়েরাওতো কষ্ট পাচ্ছে।
নগরীর উত্তরা, গুলশান, বনানীরও চিত্রও একই।
জানা গেছে, সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আজ থে
সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে যাবে। কিন্তু সরক
সিদ্ধান্তকে উপেক্ষা করে কোন কোন স্কুল বিশেষ ক
কিছু ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নে
হয়েছে। কয়েকজন অভিভাবক ক্ষোভ প্রকাশ ক
বলেছেন, রমজানে স্কুল খোলা রাখার স